ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি এবং চর্চা

গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: সরকারি পর্যায়ে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় একটি দেশের জনপ্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা সরকার, রাজনীতি, সরকারি-বেসরকারি খাতসহ সমাজের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার নিয়ে অভিযোগ ও সমালোচনা বিদ্যমান। যেমন-শূণ্যপদের বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগ, পদায়নের জন্য তদবির, রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারি কর্মকর্তাকে ওএসডি করা, রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি; পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতার প্রতিফলন না থাকা ইত্যাদি। সরকার ন্যায়পরায়ণভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরির প্রত্যাশায় ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। সার্বিকভাবে ১০টি রাষ্ট্রীয় ও ছয়টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়, যার মধ্যে জনপ্রশাসন উল্লেখযোগ্য। তবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ প্রণীত হওয়ার পর ছয়বছর অতিবাহিত হলেও জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় এটি কিভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তার কোনো সার্বিক পর্যালোচনা এখনো হয় নি। ফলে জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চার ওপর একটি পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থেকে টিআইবি এ গবেষণা হাতে নেয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও চর্চা পর্যালোচনা করা এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন৩: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে কোনো কোনোক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে এ গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, দুদক কর্মকর্তা, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো, সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: ২০১৮ সালের জুন হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে সংগৃহীত তথ্যগুলি জনপ্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তার (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত) সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।বিভিন্নসূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্নস্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশল বাস্তবায়ন সরকারের যেসব নীতি কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোর পর্যালোচনা এবং সেসব নীতি জনপ্রশাসনের কার্যক্রমে কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা তা গবেষণার প্রধান বিবেচ্য। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত কৌশলগুলি হলো- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী প্রদান;

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন; পাবলিক সার্ভিসে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন; বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তন; প্রতিবছর নিয়মিতভাবে শূণ্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা; সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন; 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন; কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি; জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি;সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও যৌক্তিক বেতন কাঠামো ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। কৌশলগুলি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলিও এ গবেষণায় আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় সার্বিক পর্যবেক্ষণগুলো কী কী?

উত্তর: এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়,জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত কিছু কৌশলের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক হলেও কোন কোন কৌশলের চর্চা আশানুরূপ নয়। যেমন- প্রশাসনের উচ্চপদসমূহে (উপ সচিব হতে অতিরিক্ত সচিব) শূণ্য পদের বিপরীতে শতভাগেরও অধিক নিয়োগ, প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি, পদোন্নতিপ্রাপ্তদের পদায়নের জন্য উপযুক্ত পদ না থাকায় পদোন্নতিপ্রাপ্তদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সুফল রাষ্ট্র না পাওয়া, জনপ্রশাসনে রাজনীতিকরণের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি, রাজনৈতিক বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওএসডি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য ইত্যাদি। জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চাকে আরও উৎসাহিত করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে সামগ্রিক ও নিরবিচ্ছিন্ন উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: 'জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি এবং চর্চা' শীর্ষক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি ৯ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। সুপারিশগুলি হলো, 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯'-কে শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে হালনাগাদ করতে হবে। আয়কর প্রদানের বাইরে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পদের হিসাব প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করতে হবে, এবং সে অনুযায়ী সম্পদের হিসাব প্রতিবছর প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। 'তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আইন সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে। 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'- তে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে সরকারের অনুমতি রাখার বিধান বাতিল করতে হবে। চাকরি আইন, ২০১৮ তে সরকারি শব্দটির পরিবর্তে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করে আইনের সংশোধন করতে হবে। সরকারি সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত স্কোর এবং দক্ষতার মূল্যায়ন-পূর্বক পদোন্নতি নিশ্চিতের বিধান রাখতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারের বিভিন্ন কর্ম ও কর্মবিভাগের উপযোগী করে 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' চূড়ান্ত করে তা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জনপ্রশাসনের ওপরের পদগুলোতে শূণ্যপদের বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগ না দিয়ে নিচের দিকের শূণ্যপদগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রশাসনের আদর্শ কাঠামো ঠিক থাকে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সব ক্যাডারের সমান সুযোগ সৃষ্টি ও সকল ক্যাডারের জন্য পদ ভেদে অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রশাসন ক্যাডার হতে টেকনিক্যাল বিভাগের উচ্চপদে পদায়ন না করে টেকনিক্যাল ক্যাডার থেকে পদোন্নতি দিতে হবে।

প্রশ্ন ৯: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতিকার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্তনথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ওটিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কেআরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

---